হাসান ফিরোজ

অনুরাধা ও একটি বই

দুপুরের কড়া রোদ বড্ড শক্ত । পাথরের মতো শক্ত । এই রোদ, রোদে দাঁড়িয়ে ভাঙা যায় না । তবে ছায়াদার গাছের নিচে দাঁড়ালে অন্য কথা । পাতার ফাঁকে ফাঁকে হেঁটে আসা রোদকে ততো আর শক্ত মনে হয় না । মনে হয় রোদ ভেঙে গুঁড়ো করা যায় ছায়াতে । কমলেশের মানসিকতা এমনই । তাই সে মাঝে মাঝে কড়া রোদের সময় ছায়ায় দাঁড়িয়ে কিংবা বসে রোদ ভাঙার আনন্দ নেয় ।

আজ শুক্রবার । অফিস বন্ধের দিন বলে যানজট তেমন নেই । টায়ার সোলের স্যান্ডেল পায়ে কমলেশ কিছুক্ষণ রোদে হাঁটে উদ্দেশ্যহীন । এক সময় সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে ঢুকে রোদ ভাঙায় ব্যস্ত হয় গাছের নিচে দাঁড়িয়ে । দু'স্যান্ডেলের একটাকে বেশ ভারী মনে হয়েছে এতক্ষণ । সুযোগ বুঝে ভারী স্যান্ডেল খুলে হাতে নেয় । তলাতে এক তাল পিচ লেগে আছে রক্ত খাওয়া জোঁকের মতো । চেঁছে হালকা করার মানসিকতায় শক্ত কিছু খোঁজে কমলেশ । শেষমেষ গাছের শরীর থেকে খুলে নেয় একটু বাকল । আনমনেই কাব্য করে, 'দুঃখ নিওনা বকুল, আব্রু খুলেছি বলে । এ নাগর তোমায় নিয়ে কবিতা লিখবে ফের । আব্রু খোলার দুঃখ তুমি ভুলে যাবে' ।

বলেই কমলেশ বাকলে ঘষে ঘষে স্যান্ডেলের সোল থেকে পিচ ছাড়ায় । ছাড়াতে ছাড়াতেই বসে । একসময় শুয়ে পড়ে ঘাসে । পায়ের স্যান্ডেল জোড়া পেতে দেয় মাথার নিচে । হিম ঘরে শুয়েছে যেনো এমন ভঙ্গিতেই চোখ বুজে । তাঁতানো রোদ গুঁড়ো করছে, গুঁড়ো করছে ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে নিজেই জানে না ।

কমলেশের কান্ড-কীর্তন অনুরাধা অনেকক্ষণ ধরেই দেখছিলো । অনেকটা দূরত্ব বজায় রেখে সেই শাহবাগ থেকে হেঁটে হেঁটে এ পর্যন্ত এসেছে পিছু পিছু । ডাকেনি । মিটি মিটি হাসি নিয়ে সে দেখছিলো কমলেশের খুঁড়িয়ে হাঁটা । কারণটা বুঝতে পারেনি । স্যান্ডেল পরিস্কার করতে দেখে বুঝে যায় সবকিছু । আরো কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণের মানসিকতা ছিলো বলেই অন্য একটি গাছের আড়াল থেকে তাকিয়ে দেখেছে এতক্ষণ। চোখ বুঁজার পর মাথার কাছে এসে দাঁড়ায় চুপচাপ । কমলেশ ঘুমিয়ে গেছে বুঝতে পারে অনেক পরে ।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর অনুরাধা কমলেশের মাথা ঘেঁষে বসে । কমলেশ চোখ খোলে না । নাক ডাকার শব্দও পায় অনুরাধা । এমন খোলা-মেলা জায়গায় টায়ার সোলের স্যান্ডেলে মাথা রেখে ঘুমোতে পারে কেউ এই ভেবে মজা পায় । তার হাতে লাল গোলাপ । পিছু নিতে গিয়েই সে এ ফুল কিনেছে ফুটপাথের দোকান থেকে। ভেবেছে কমলেশকে দেবে । আজ যে তার জন্মদিন । যদিও জানে হাতে দিলেই বলবে, মৃত্যুর দিনে কবিকে কেউ ফুল দেয় ? কমলেশের ভাষায় কবির জন্মদিন মানেই নাকি মৃত্যু দিন ! জন্ম-মৃত্যু দুটোই নাকি সমান অর্থবহ । কমলেশের মাথার কাছে বসতে বসতে অনুরাধা ভেবেছে, কমলেশ নির্ঘাৎ তার আগমণ টের পাবে । কিন্তু কমলেশ জাগে নি । অনুরাধা হাতের চুড়ি বাজায় আলতো আঙুলের টোকায় । কমলেশ চোখ খোলে না । একটু বুঝি অভিমান আসে অনুরাধার চোখের পাতায় । আপন মানুষের গন্ধেই যদি পুরুষ না জাগলো তবে সে কেমন পুরুষ ! আঁচল সমান দূরত্বে গন্ধতো পাবার কথা । চুড়ির শব্দ শুনে যে কবি জাগে না সে আবার কেমন কবি ? অবশেষে অনুরাধা গোলাপটা মেলে ধরে নাকের সামনে । পুস্প গন্ধেই কবির ঘুম ভাঙুক । কিন্তু এতেও ঘুম ভাঙে না কমলেশের । অগত্যা টকটকে লাল গোলাপের পাঁপড়ি ছিঁড়ে ফেলে লাল রাগে । পাঁপড়িগুলো ছড়িয়ে দেয় কমলেশের মুখে । ঝাকি দিয়ে ওঠে কমলেশ । মুখে ছড়ানো পাঁপড়ি ঝেড়ে তাকিয়ে দেখে উপরে । গাছের ডালায়। অনুরাধা খিল খিল করে হাসে । চোখা-চোখি হতেই বলে, তুমি কি ভেবেছো কাকের ইয়ে ?
কমলেশ লজ্জা পায় । হাসে ।

- আমি কিন্তু সত্যি-সত্যি তাই ভেবেছিলাম ।
- তাইতো বলি, তুমি এতো ভালো কবিতা লেখো অথচ সুনাম পাও না কেনো ! আজ বুঝলাম ।
- কী বুঝলে ?
- ফুলের গন্ধ আর চুড়ির শব্দে যে কবির তন্দ্রা ভাঙে না সে আবার কবি নাকি ?
- ভালো বলেছো । আসলে আমাকে দিয়ে কবিতা লেখা-লেখি হবে না । তোমার দাদার জুতোর ফেক্টরীতেই বরং কাজ জুটিয়ে দাও । জুতো বানানোর কাজ করবো ।
- টায়ার সোলের জুতো পরে এমন কাউকে দাদা চাকরি দেবে না । দূর-দূর করে তাড়িয়ে দেবে ।
- তাহলে থাকো আইবুড়ি হয়ে ! আমার কী !
- আচ্ছা কমলেশ, আজ যে কবির জন্মদিন এটা কি তুমি জানতে ?
- আজ তার মৃত্যুরও দিন । আসার পথে দেখে এলাম কবি কমলেশের লাশ ফুটপাথে শুয়ে আছে । তপ্ত রোদে তার দেহটা বাঁকা । চিতার আগুনে লাশ যেমন বেঁকে যায় ।
- মানে ?
- গত বইমেলায় আমার এক কবি বন্ধুকে কবিতার বইটা দিয়েছিলাম শুভেচ্ছাসহ । আজ দেখলাম বইটা শুয়ে আছে পুরনো বইয়ের দোকানে । দাম চাইলো বিশ টাকা । পকেটে টাকা থাকলে কবি কমলেশকে ছায়াতে টেনে আনতাম । সরি ! পারলাম না ।

কথাগুলো বলতে গিয়ে কমলেশের চোখ ভিজে ওঠে । তা লক্ষ্য করে অনুরাধা জানতে চায়, কাকে দিয়েছিলে বইটা ? অন্য দিকে তাকিয়ে জবাব দেয় কমলেশ ।

- আমার বন্ধু, কবি হারুন রশীদকে । বিশ্বাস করো ওকে আমি খুব কাছের মানুষ ভাবতাম । ছোট্ট এই ঘটনাতে জেনে গেলাম আমি কতো দামী ! যাকে সেরদরে বিকানো যায় । থু ! বলেই কমলেশ একদলা থুথু ফেলে দূরে ।

অনুরাধা হারুন রশীদকে ভালো করেই চেনে । কবিদের আড্ডায় অনুরাধা নিজেও থাকে মাঝে মাঝে । সেই সূত্রে আলাপ আছে, কথাও হয় । এক কবির লেখা অন্য কবি পছন্দ নাও করতে পরে । তাই বলে উপহার দেয়া বই কেউ সেরদরে বিক্রি করে ! তাও বন্ধুর লেখা প্রথম বই ! যেখানে তার নিজের নামটাও লেখা আছে !

অনুরাধার বিস্ময়ের ঘোর কাটতে সময় লাগে । পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে অনুরাধা যুক্তি মেলে ।

- যাক কবি, মন খারাপ করার দরকার নেই । রাস্তায় আসতে ফুটপাথের যে দোকানে দাঁড়িয়ে বই দেখেছো কবি কমলেশ কি ওখানেই শুয়ে আছে ?

কমলেশ মাথা নাড়ে । মুখে কোনো কথা বলে না । অভিমানের তীব্রতা বুঝতে পারে অনুরাধা । ঠাট্টাচ্ছলে আবাব বলে, অতো মন খারাপের কিছু নেই । ফুটপাথে বিছানো বইয়ের মাঝে জীবনানন্দ, মানিক বাবুও শুয়ে থাকেন। আমি নিজের চোখে দেখেছি । তুমি তো তাদের মতো বড়ো কেউ নও ? ওরা শুয়ে থাকতে পারলে তুমি পারবে না কেনো ?
চোখে চোখ রাখে কমলেশ ।

- তুমি আমার যন্ত্রণা বুঝতে পারছো না অনু ! জীবনানন্দ, মানিক বাবু তাঁরা কেউ জীবিত নেই । আমি যে জীবন্ত মানুষ ! তপ্ত রোদে আমার দেহ জ্বলে যাচ্ছে । চিতার আগুন এর চেয়ে তীব্র কি না জানি না ।

বলতে বলতে কমলেশ বার বার মাথা নাড়ে । উসকো-খুশকো চুলের ঝাকুনিতে তাকে বদ্ধ পাগলের মতো লাগছে । অনুরাধার মায়া হয় । উঠতে উঠতে বলে, তুমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো । আমি আসছি ।

- কোথায় যাচ্ছো ?
- দেখি কিছু খাবার পাই কি না । বড্ড ক্ষিধে লেগেছে ।

কমলেশ আবারও শুয়ে পড়ে ঘাসে । কমলেশ সত্যিকার অর্থেই কামনা করছে একটি কাক তার মুখে 'ইয়ে' ফেলুক ! এটি তার প্রাপ্য ! প্রাপ্যতো বটেই !

সেদিনের কথা তার আজও মনে আছে । বাংলা একাডেমীর একুশমেলা জমজমাট । কবি লেখকদের বইয়ে বইয়ে দোকানগুলো সাজানো । কিন্তু কবি কমলেশের বই কোনো দোকানে সাজানো নেই । নিজের পয়সায় ছাপানো বই নিজেই বয়ে বেড়ায় কাঁধের থলেতে । পরিচিতজন কাউকে পেলে গছিয়ে দেয় । তবে অধিকাংশই দিতে হয় বিনি-মাগনায় । নিজের লেখা পড়ানোটাই বড়ো কথা । বই বিক্রেতাতো সে নয় । কবি বলে কথা । তাও আবার নতুন ধারার কবি । নতুন বই পড়ানোর মজাটাই অন্যরকম ।

বই বিলি করতে করতে বইয়ের সংখ্যা সেদিন একে নেমে আসে । তখনই আসে বন্ধু কবি হারুন রশীদ । একই সাথে আসে বছর দশেকের ছেলেটা । এসেই হাত পাতে, স্যার, আপনের নতুন বই বাজারে আসলো আমারে একটা বই দেন । কমলেশ ছেলেটার আবদারে চমকে যায় ।

- তুমি কে ?
- আমি আব্বাস আলী পোদ্দারের ছোট পোলা । চিনছেন তো ? আপনাগো ডিপার্টমেন্টের পিয়ন আব্বাস আলী ।

কমলেশ ছেলেটিকে চিনতে পারে । কিন্তু বুঝতে পারে না এতো ছোট ছেলে কবিতার বই দিয়ে কী করবে। বুঝবেই বা কী ? তবু বলে, তুমিতো আমার কবিতা বুঝবে না হে, আগে বড় হও । তখন নিও ।

ছেলেটা আবদার ছাড়ে না ।

- স্যার আমি সিক্সে পড়ি । কবিতা পড়তে পারি । আপনে আমারে একটা বই দেন । বইয়ের ঘ্রাণ নিতেও আমার ভাল লাগে । আপনের কবিতা পড়তে পড়তেই আমি বুইঝা ফালামু । কথা দিতাছি, আপনের কবিতা আমি মুখস্ত শোনামু আপনেরে। দেন স্যার, আমারে একটা বই দেন । অটোগ্রাফ লেইখা দেন । আমার নাম নূরজামান ।

কমলেশ আবেগের কাছে পরাভূত হয়নি । বই যে তার থলেতে মাত্র একটা । বন্ধু কবিকে বইটি না দিলে তার মান থাকে না । কবি হারুনকে আবার কবে পায় তার কি ঠিক আছে ? অগত্যা কবি হারুন রশীদকেই দিতে হয় বইটা । সেই দেয়া বই এখন ফুটপাথে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে । ধুলা-বালিতে মাখা-মাখি । তপ্ত রোদে তার বাঁকা দেহ । মোড়কের ভেতর শুয়ে থাকা কবি কমলেশ এখন অগ্নিদগ্ধ ! চিতার আগুনে মরদেহ বুঝি ছটফট করে !

কমলেশ পাশ ফিরে শুয়ে আবারও ধিক্ দেয় নিজেকে । ভালোই হয়েছে ! এ তার উচিৎ শাস্তি ! যে শিশু তার কবিতা মুখস্ত করে শোনাবে বলেছিলো, তাকে কবিতা না দিয়ে দিয়েছে কবিকে ! হিংসার আগুনে যে দেহ টগবগ করে ফোটে ! ধিক্ কমলেশ ! ধিক্ ! নূর জামানের অভিমানী চোখ এখনো তার মনে আছে । ছেলেটার চোখে জল টলমল করছিলো ।

এসময়ে কমলেশ অনুরাধাকে দেখতে পায় । এগিয়ে আসছে । হাতে র‍্যাপিং পেপারে মোড়ানো একটি প্যাকেট । কয়েকটি লাল গোলাপ ও খাবারের ঠোঁঙ্গা । কাছে এসে নাটকীয় ভঙ্গিতে ফুলসহ বইয়ের প্যাকেটটি কমলেশের দিকে বাড়িয়ে দেয় ।

- এই নাও কবি, তোমার জন্মদিনের উপহার ।

ধন্যবাদ ! বলে কমলেশ উপহার হাতে নেয় । র‍্যাপিং পেপার খুলতেই সে বোবা হয়ে যায় । দেখতে পায়, হারুন রশীদের ফেলে দেয়া বইটাই এখন তার হাতে । জন্মদিনের উপহার ! কবির নিজের কবিতা নিজের হাতে তাঁরই জন্ম দিনে ! এর চাইতে সুন্দর দৃশ্য কিছু কি হতে পারে ? অসম্ভব এই সুন্দর দৃশ্য অনুরাধা সহ্য করতে পারে না । কমলেশের দিকে তাকিয়ে থাকলেও কমলেশ ঘোলা হয়ে যায় । জলের ভেতর দিয়ে তাকালে সুন্দর দৃশ্যও বুঝি ঘোলা লাগে । অসম্ভব সুন্দর দৃশ্য প্রকৃতি বেশীক্ষণ দেখতে দেয় না !